

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৭: বাংলাদেশের বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রশ্ন ১ ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামের একটি গ্রাম থেকে ক্ষুদ্র ঋণদাতা সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে তা বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র ঋণদাতা সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানটি নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

/সি. বো. ঘ. বো. সি. বো. ডি. বো. ১৮। প্রশ্ন নং ৯/

- | | |
|---|---|
| ক. ব্র্যাক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? | ১ |
| খ. ক্ষুদ্র ঋণ বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে ইজিতকৃত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কি দারিদ্র্য বিমোচনে কোনো অবদান রাখছে? মতামত বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাক ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ ক্ষুদ্রঋণ বলতে গ্রামের দরিদ্র নারী ও পুরুষদের জামানতবিহীন স্বল্প পরিমাণে প্রদত্ত ঋণকে বোঝায়।

প্রধানত পল্লি এলাকায় বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যহীনতা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। এ ঋণের পরিমাণ সাধারণত ১,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত দুস্থ মহিলাদের মধ্যে দলগতভাবে ঋণ প্রদানের কর্মসূচি হিসেবে এটি চালু করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম এ কর্মসূচি চালু করে।

গ উদ্দীপকের গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রতি ইজিত করা হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্রঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়নে এই ব্যাংক কাজ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম মূলত একটি শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ১ জন ম্যানেজার, ৩ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা কর্মী নিয়ে একটি শাখা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১. অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং ২. সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। এর মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক ও গৃহনির্মাণ ঋণ, উচ্চশিক্ষা ঋণ এবং ভিক্ষুক ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকরা উন্নত বীজ, চাষাবাদের যন্ত্রপাতি কিনতে পারছে। এছাড়া এই সংস্থার কোনো সদস্য মারা গেলে ১৫,০০০ টাকা হারে জীবন বিমাও দেওয়া হয়। অন্যদিকে গ্রামীণ ব্যাংকের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির আওতায় গৃহায়ণ সমস্যা নিরসন; দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষা ঋণ বিতরণ; বনায়ন কর্মসূচি; হাঁস-মুরগি পালন; পেনশন তহবিল পরিচালনা প্রভৃতি কার্যক্রম চালানো হয়। এ সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সংস্থাটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যনোয়নে ভূমিকা রাখছে।

ঘ হ্যাঁ, গ্রামীণ ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য বিমোচনমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। কৃষিনির্ভর এদেশে অবহেলিত, দরিদ্র ও ভূমিহীন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সংস্থাটি নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। উদ্দীপকে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনও নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া ঋণ পরিশোধের উচ্চহার, ঋণের যথাযথ প্রয়োগ, দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিকারী কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটানো এ সংস্থার বৈশিষ্ট্য। এর ফলে ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা দরিদ্র শ্রেণি নিজেদের সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। সেইসাথে সম্পদশালী ও সুদখোর মহাজনদের ওপর নির্ভরশীলতার হারও কমে আসছে। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক শিক্ষিত যুব শ্রেণিকে দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মচারিরূপে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের কাজের ব্যবস্থা যেমন হচ্ছে, তেমনিভাবে ঋণদান প্রক্রিয়ায় দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব হচ্ছে। মূলত গ্রামীণ ব্যাংক তার কর্মসূচির মাধ্যমে 'দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যাংক' এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। যে কারণে তাদের উদ্ভাবিত ক্ষুদ্রঋণ মডেল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক হারে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে।

সুতরাং সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ২ জনাব হামিদ 'এসএস চট্টগ্রাম' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। সংস্থাটি অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি শহরের কর্মজীবী শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। সম্প্রতি এটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছে। */ব. বো. রা. বো. চ. বো. কু. বো. ১৮। প্রশ্ন নং ৭/*

- | | |
|--|---|
| ক. আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস কবে পালিত হয়? | ১ |
| খ. 'গ্রামীণ ব্যাংকের সম্প্রসারণশীল চক্র' বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে 'এসএস চট্টগ্রাম' এর কার্যক্রমের সাথে তোমার পঠিত কোন সংস্থার কার্যক্রমের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. মানবসম্পদ উন্নয়নে উদ্দীপকে ইজিতকৃত সংস্থাটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর। | ৪ |

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হয়।

খ 'গ্রামীণ ব্যাংকের সম্প্রসারণশীল চক্র' বলতে সংস্থাটির অন্যতম একটি নীতিকে বোঝায়।

গ্রামীণ ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্যের দুষ্ফলকে উৎপাদনশীল ও সম্প্রসারণশীল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা। এ লক্ষ্যে "নিম্ন আয়, নিম্ন সঞ্চয়, নিম্ন বিনিয়োগ, নিম্ন আয়" এ দুষ্ফলকে "নিম্ন আয়, ঋণ বিনিয়োগ, অধিক আয়, অধিক ঋণ, অধিক বিনিয়োগ, অধিক আয়" সম্বলিত সম্প্রসারণশীল ব্যবস্থায় রূপান্তর করা হয়।

গ উদ্দীপকের 'এস এস চট্টগ্রামের' কার্যক্রমের সাথে আমার পঠিত বেসরকারি সংস্থা ইউসেপ এর কার্যক্রমের মিল রয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু অথবা কিশোর-কিশোরীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউসেপ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের 'এস এস চট্টগ্রামের' কার্যক্রমে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'এস এস চট্টগ্রাম' নামের সংস্থাটি অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি শহরের কর্মজীবী শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার

ব্যবস্থা করে। সম্প্রতি এটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউসেপও শহর এলাকায় বসবাসরত শ্রমজীবী শিশু, কিশোর-কিশোরী যাদের বয়স ১০-১৪ বছর এবং যাদের অধিকাংশই বিভিন্ন বস্তিতে বাস করে তাদের নিয়ে কাজ করে। যেসব শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের বয়স ১০-১১ বছরের বেশি তাদের চার বছর মেয়াদী সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি করা হয়। সাধারণ শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের জীবন উপযোগী করার জন্য বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত পাঠ্যসূচিকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয়। নিজস্ব স্কুল ভবনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক দিয়ে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া ইউসেপ শ্রমজীবী বালক-বালিকাদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেছে। সাধারণ স্কুলের সাড়ে চার বছর সাধারণ শিক্ষা শেষ করার পর তার ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের কারিগরি স্কুলে ভর্তি করানো হয়। এ লক্ষ্য অর্জনে ইউসেপ ৩টি কারিগরি বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। সুতরাং, উদ্দীপকের সংস্থাটির কার্যক্রমের সাথে ইউসেপের কার্যক্রমের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

খ মানবসম্পদ উন্নয়নে উদ্দীপকে ইজিতকৃত সংস্থাটির অর্থাৎ ইউসেপের যথেষ্ট কার্যকারিতা রয়েছে।

ইউসেপ একটি সেবামূলক সংগঠন। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ভাগ্য উন্নয়নে এ সংগঠনটি নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। শহরাঞ্চলে জীবিকার তাগিদে অনেক শিশু-কিশোর ছোটোখাটো কাজ করে। এতে তারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনই দেশও পিছিয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তাদেরকে নিয়ে ইউসেপের উদ্যোগ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। ইউসেপ শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। এতে মাত্র ৪ বছরে একজন শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করে। স্কুলগুলোতে ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শ্রমজীবী বালক-বালিকাদের জন্য ইউসেপ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ইউসেপের টেকনিক্যাল স্কুলগুলোতে যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা শিক্ষার্থীদের কাজের জন্য দক্ষ হিসেবে তৈরি হতে সাহায্য করে। যেমন— আশা ওয়েল্ডিং এবং ফেব্রিকেশন, অটোমেকানিক্স, টেইলারিং অ্যান্ড ড্রেসমেকিং ইত্যাদি।

উদ্দীপকে উল্লিখিত এস এর চট্টগ্রাম এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ইউসেপ বাংলাদেশ কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের লক্ষ্যে ট্রেনিং সেল স্থাপন করেছে। এছাড়া সংস্থাটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। এতে শ্রমজীবী বালক-বালিকাদের আর কারও বোঝা হয়ে থাকতে হয় না। তারা নিজের এবং পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে। এভাবে তারা দক্ষ মানবশক্তিতে পরিণত হয় এবং দেশের কল্যাণে অবদান রাখতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়নে ইউসেপ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ৩ জনাব মিজান একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি। তিনি কক্সবাজার জেলার 'Save Rohingya' নামে একটি মানব হিতৈষী সংস্থা গড়ে তোলেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে রাখাইন থেকে আগত শরণার্থীদের মানবিক সাহায্য প্রদান। এজন্য তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে ব্যাপক অর্থ সংগ্রহ করেন।

- ক. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. UCEP এর লক্ষ্য দল কারা? ২

গ. জনাব মিজানের 'Save Rohingya' সংস্থার সাথে তোমার পঠিত বাংলাদেশের কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠার পটভূমির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইজিতকৃত সংস্থাটির কার্যক্রম বর্তমানে আরো বিস্তৃত— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস।

খ UCEP এর লক্ষ্য দল হলো শহর এলাকার শ্রমজীবী শিশু-কিশোর। মূলত শহর এলাকায় বসবাসরত ১০-১৪ বছর বয়সী শ্রমজীবী শিশু, কিশোর-কিশোরীদের কেন্দ্র করে ইউসেপের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাদের অধিকাংশই বস্তিতে বসবাস করে। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত কিশোর-কিশোরীদের অধিকাংশই গৃহকর্ম, জিনিসপত্র ফেরি করা, খবরের কাগজ বিক্রি, হোটেল বয়ের কাজ, রিক্সা চালানো, কাঁচামাল বিক্রি, ওয়ার্কশপে সহকারীর কাজ, জুতা পালিশ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত। ইউসেপ এ সবছেলেমেয়েদের জন্য ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এরপর মেধা অনুযায়ী নিজস্ব কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ দেয়।

গ মিজান সাহেবের 'Save Rohingya' সংস্থার সাথে বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংস্থা হচ্ছে ব্র্যাক। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সংস্থাটি বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। দরিদ্র, ভূমিহীন ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংস্থাটি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। উদ্দীপকের জনাব মিজান 'Save Rohingya' নামে যে সংস্থা গড়ে তোলেন তার সাথে ব্র্যাকের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের মিজান সাহেব কক্সবাজার জেলায় 'Save Rohingya' নামে একটি মানব হিতৈষী সংস্থা গড়ে তোলেন। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের মানবিক সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে তিনি অর্থ সংগ্রহ করেন। একই চিত্র ব্র্যাকের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ পেশায় একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ছিলেন। পেশাগত কাজের পাশাপাশি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তিনি দরিদ্র, অসহায় ও দুস্থদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান) সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের দুঃখ-দুর্দশা তাকে বিচলিত জনকল্যাণে কিছু করার তাগিদ অনুভব করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ শরণার্থী হিসেবে প্রতিবেশি দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণ সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি 'Save Bangladesh' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ভেতরেও তাদের পুনর্বাসন কর্মসূচি ছিল। ফজলে হাসান আবেদের এই উদ্যোগের সম্প্রসারিত ও পরিবর্তিত রূপ হলো ব্র্যাক।

ঘ উদ্দীপকে ইজিতকৃত সংস্থা অর্থাৎ ব্র্যাকের কার্যক্রম বর্তমানে অনেক বিস্তৃত রূপ লাভ করেছে।

বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, অসহায় ও দুস্থ মানুষের আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণ এবং পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তার লক্ষ্য নিয়ে ব্র্যাক কাজ করেছে। প্রথমদিকে সংস্থাটির কাজ শুধুমাত্র ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে তা বিস্তৃতি পেয়েছে। ব্র্যাক বর্তমানে সরকার ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথভাবে নানা কর্মসূচি পালন করছে। যেমন— এটি বাংলাদেশ সরকার ও ইউনেসফের সাথে সমন্বিত পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া ব্র্যাকের কর্মসূচির মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা সচেতনতামূলক নানা ধরনের কার্যক্রম রয়েছে।

ব্র্যাক পরিচালিত কার্যক্রমের অন্যতম হলো পল্লি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। এর মূল লক্ষ্য হলো গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মহিলা ও পুরুষদের সংগঠিত করার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো। এছাড়া ১৯৮৫ সালে মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে ২২টি স্কুল চালুর মাধ্যমে ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে-ডায়রিজানিত মৃত্যু প্রতিরোধে খাবার স্যালাইন সম্প্রসারণ কর্মসূচি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। ব্র্যাক ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও পালন করেছে। ব্র্যাকের সবচেয়ে বড় কর্মসূচি হলো ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি। এর লক্ষ্য গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও ভূমিহীন মানুষদের স্বাবলম্বী করা। ব্র্যাকের কর্মসূচির নতুন সংযোজন হলো মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক হস্তশিল্প বাজারজাতকরণ, হাওর উন্নয়ন প্রকল্প, পল্লি উদ্যোগ প্রকল্প, গবেষণা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, স্বল্প পরিসরে শুরু হলেও ব্র্যাকের কার্যক্রম বর্তমানে বিস্তৃত রূপ লাভ করেছে এবং বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ৪ উচ্চ শিক্ষিত বিধান একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার এ প্রতিষ্ঠান থেকে মূলত দুঃস্থ, অসহায়, নারী, ভূমিহীন এবং প্রায় ভূমিহীনদের বিনা জামানতে ঋণ দেয়া হয়। দলীয় ভিত্তিতে এ ঋণ দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠান থেকে শুধু ঋণ দেয়াই হয় না, বরঞ্চ ঋণের ব্যবহার তদারকি করে তা সঠিকভাবে আদায়ও করা হয়। ঋণ গ্রহীতার কেবল এর সদস্য নয় বরং মালিকও। /ঢা. রা. কু. সি. য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০; সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯; জালালাবাদ কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ১০।

- ক. ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
- খ. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের একটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে বিধানের প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সামঞ্জস্যপূর্ণ? নিরূপণ কর। ৩
- ঘ. বিধানের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের একটি নিজস্ব মূল্যায়ন উপস্থাপন কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

খ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য— প্রবীণদের জন্য সুস্থতা এবং শান্তিপূর্ণ আনন্দময় জীবন নিশ্চিতকরণে কাজ করা।

আমাদের দেশে প্রবীণেরা নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার শিকার হন। বার্ধক্যের কারণে এবং পরিবার ও সমাজ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা না পাওয়ায় তাদের জীবন অনেক ক্ষেত্রেই বিবাদময় হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষিতেই প্রবীণ হিতৈষী সংঘ নামে বাংলাদেশে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটি উপর্যুক্ত লক্ষ্য পূরণে কাজ করে চলেছে।

গ উদ্দীপকে বিধানের প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের মিল পরিলক্ষিত হয়।

যেকোনো দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দরিদ্র, ভূমিহীন জনগোষ্ঠী ও নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন অন্যতম পূর্বশর্ত। আর এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করা শুরু করে। অনুরূপ লক্ষ্যমাত্রা ও কার্যক্রম উদ্দীপকের বিধানের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্রঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। এটি গ্রামীণ দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে থাকে। এর অন্যতম লক্ষ্য হলো বিনা জামানতে ঋণ

প্রদান করা, যাতে মহাজনের হাত থেকে তারা রক্ষা পায় এবং স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। গ্রামীণ দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক কৃষক পুরুষ ও মহিলাকে জামানতমুক্ত ঋণ প্রদান করার পাশাপাশি ঋণের তদারকি এবং তাদেরকে সঙ্কল্পমুখী করে তুলতেও গ্রামীণ ব্যাংক কাজ করে। গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহীতার কেবল ব্যাংকের মজ্জেলই নয়, তারা ব্যাংকের মালিক এবং ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে থাকে। সুতরাং, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির ন্যায় গ্রামীণ ব্যাংকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম একই ধারায় প্রবাহমান এবং এ দিক বিবেচনায় প্রতিষ্ঠান দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ বিধানের প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দ্রুত উচ্চ অবস্থানে নিয়ে যেতে হলে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। কর্মক্ষম সকল নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ব্যতীত এটি সম্ভব নয়। আর এক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধানের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে গড়ে ওঠা বিধানের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি মূলত একটি ক্ষুদ্রঋণ লগ্নিকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। তাঁর প্রতিষ্ঠানটি মূলত দুঃস্থ, অসহায়, নারী, ভূমিহীন এবং প্রায় ভূমিহীনদের জামানতমুক্ত ঋণ দিয়ে থাকে। ফলে দরিদ্র শ্রেণির জনগণ নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সক্ষম হচ্ছে এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে পারছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরই ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বিধানের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহারের তদারকি। অর্থাৎ বশিষ্ঠ ঋণ যেন অপচয় না হয় এবং সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয় সেজন্য প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এর ফলে সর্বোচ্চ উপযোগিতা অর্জিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বিধানের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আমাদের দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে অত্যন্ত সহায়ক।

প্রশ্ন ৫ 'ক' একটি বেসরকারি সংস্থা। যুস্মে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের নিমিত্তে ইহা ১৯৭২ সালে সিলেটের শাল্লা গ্রামে কার্যক্রম শুরু করে। দরিদ্র লোকদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণার্থে সংস্থাটি কতিপয় কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বর্তমানে ইহা দেশের বাইরেও কিছু সংখ্যক কার্যক্রম চালু করেছে। /ব. বো., চ. বো., দি. বো. '১৭ প্রথম পত্র; প্রশ্ন নং ৯; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৬।

- ক. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
- খ. বেসরকারি সংস্থা বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটিকে কেন জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালিত ভূমিকার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

খ যেসব সংস্থা দেশের উন্নয়নে সরকার সংস্থার পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে তাদেরকে বেসরকারি সংস্থা বলা হয়।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। বেসরকারি সংস্থাগুলো আর্থিক লাভ বা অর্থলগ্নিকারী সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় লাভজনক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না। এ ধরনের সংস্থা মূলত জনস্বার্থে সেবা প্রদান করে। এ লক্ষ্যে এ ধরনের সংস্থাসমূহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, দারিদ্র্য প্রভৃতি খাতে নানা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যসমূহ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে নির্দেশ করে। এই প্রতিষ্ঠানটির গঠন-প্রকৃতি ও কার্যক্রম বিবেচনায় এটিকে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বলা যায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সকল কার্যক্রম পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচ্য সংস্থা ব্র্যাকের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হলো ব্র্যাক। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এই সংস্থাটি কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭২ সালে সিলেটের শাল্লা গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রতিষ্ঠানটি স্বেচ্ছাসেবী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সূচনা করে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের প্রচলিত আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ব্র্যাকের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করেছে। তবে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান লক্ষ্য। এসব দিক বিবেচনায় এ প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ঘ গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে ব্র্যাকের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামীণ ভূমিহীন ও অনগ্রসরদেরকে স্বাবলম্বী করতে এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়নে ব্র্যাক নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি, ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম প্রভৃতি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

ব্র্যাকের চারটি সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি রয়েছে। ভূমিহীন মহিলা এবং পুরুষদের সংগঠিত করে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানোই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। ব্র্যাকের ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচিও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ব্র্যাক পরিচালিত কর্মসূচির মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচিটিই সর্ববৃহৎ। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পেরেছে। তাছাড়া যারা অর্থনৈতিক পিরামিডের ভিত্তিপ্রস্তরে বাস করে, তাদের জীবনমান উন্নয়নে ব্র্যাক অতিদরিদ্র কর্মসূচির মাধ্যমে কাজ করছে। তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে এবং তাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণেও ব্র্যাক বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। এভাবে ব্র্যাক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সফলতার সাথে ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠানটি একটি নির্ভরতার উৎসে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন ৬ জামিল একটি এনজিওতে চাকরি করেন। তার প্রতিষ্ঠানে দশ থেকে বেশি বয়সের শ্রমজীবী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর তাদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

/ব.বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬/

- | | |
|---|---|
| ক. ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? | ১ |
| খ. গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কাজ কী? | ২ |
| গ. উদ্দীপকের জামিল কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আলোচনা কর। | ৪ |

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতার নাম স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

খ গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কাজ হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্রঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। এটি গ্রামাঞ্চলের অতি দরিদ্র ও ভূমিহীনদের জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। ঋণের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তদারকি করে থাকে। এভাবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নই ব্যাংকটির ঘোষিত মূল লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকের নির্দেশনা অনুযায়ী জামিল বাংলাদেশের একটি এনজিও ইউসেপ এ চাকরি করেন।

ইউসেপ প্রতিষ্ঠানটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের ভাগ্য উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বাংলাদেশের শহর এলাকার শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। উদ্দীপকেও এধরনের কার্যক্রমের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকের জামিলের প্রতিষ্ঠানে ১০ বছরের বেশি বয়সের শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে এ ছেলেমেয়েদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির এ কার্যক্রম ইউসেপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের বেশিরভাগ গৃহভৃত্য, ফেরিওয়াল, খবরের কাগজ বিক্রেতা, হোটেল বয়, রিক্সাচালক, কাঁচামাল বিক্রেতা, কারখানার কর্মী, জুতা পালিশকারী ইত্যাদি। ইউসেপ এ ছেলেমেয়েদের প্রথমত ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা দেয়, তারপর তাদেরকে মেধা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির কারিগরি শিক্ষায়তনে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে পড়াশোনা শেষ করার পর তারা ইউসেপের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পায়। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছে।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্দীপকে নির্দেশিত এনজিও ইউসেপ এর গুরুত্ব অপরিসীম।

কোনো দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেদেশের সামাজিক জীবনমানেরও উন্নয়ন ঘটায়। তবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা জরুরি। এক্ষেত্রে ইউসেপ কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে।

ইউসেপের কার্যক্রম মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, তারা শহরাঞ্চলের শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে কাজ করছে। এরা শিক্ষার সুযোগসহ অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হলে তা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে। এ লক্ষ্যে ইউসেপ ওই বঞ্চিত শিশুকিশোরদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করছে। সেইসাথে তাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করছে। ফলে বেশ কিছুসংখ্যক অনগ্রসর শিশুকিশোর নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সমর্থ হচ্ছে। তাদের শিড়্কার আলো পাওয়া ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে কিছুটা হলেও সাহায্য করছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইউসেপের ভূমিকা ও কার্যক্রম নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ৭ জনাব ইসতিয়াক একটি NGO তে চাকরি করেন। এ NGOটি একটি ঘূর্ণিঝড় ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠে। ১৯৭২ সালে যে নাম নিয়ে সংস্থাটির কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৬ সালে এসে সেই নাম ও কর্ম পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়। গ্রামের ভূমিহীন জনগোষ্ঠী সংস্থাটির টার্গেট গ্রুপ। বর্তমানে বিদেশে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬। প্রশ্ন নং ৭: আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ৯/

- ক. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. প্রবীণদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? ২
গ. জনাব ইসতিয়াক কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন? বুলিয়ে লেখো। ৩
ঘ. গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত NGO এর কার্যক্রম আলোচনা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনুস।

খ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের গড় আয়ুস্কালে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। ফলে প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিল্প বিপ্লবোত্তর সমাজের বিভিন্ন প্রতিকূলতা সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনেছে। সেইসাথে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। চিকিৎসাব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে সামগ্রিকভাবে গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রবীণদের সংখ্যাও বাড়ছে।

গ জনাব ইসতিয়াক যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তা হলো ব্র্যাক।

সেবাগ্রহীতার সংখ্যার মানদণ্ডে বিশ্বের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হলো ব্র্যাক। দারিদ্র্য নিরসন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনে অর্থবহ পরিবর্তন আনয়নে সংস্থাটি কাজ করে। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে স্বল্পপরিসরে ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ব্র্যাকের কার্যক্রমের সূচনা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ও বিশ্বের অপর দশটি দেশে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। যার ফলে এই সংগঠনটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন সংস্থার সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

উদ্দীপকের ইসতিয়াক যে NGO তে কাজ করে যেটি ঘূর্ণিঝড় ও যুদ্ধের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। ১৯৭২ সালে যে নাম দিয়ে NGO টি যাত্রা শুরু করে ১৯৭৬ সালে গিয়ে সেই নাম ও কর্ম পন্থতিতে পরিবর্তন আসে। সেই সাথে গ্রামের ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে নিয়েও সংস্থাটি কাজ করে। বৈশিষ্ট্যানুযায়ী এটি ব্র্যাকে নির্দেশ করেছে। জনাব ইসতিয়াক ব্র্যাকের কর্মচারী ইসতিয়াক বেসরকারি সাহায্য সংস্থা ব্র্যাকে চাকরি করেন।

ঘ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত NGO অর্থাৎ ব্র্যাকের বিস্তৃত ও পরিকল্পিত কার্যক্রম রয়েছে।

গ্রামীণ ভূমিহীন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে গ্রুপভিত্তিক সমাবেশের মাধ্যমে সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাকের পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্র্যাক সর্বনিম্ন স্তরের কর্মীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত কর্মকৌশল নির্ধারণ করে। ব্র্যাকের পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি সাতটি মূল অঞ্চলে বিভক্ত। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব একজন এরিয়া ম্যানেজার এবং কর্মসূচি সংগঠকের উপর ন্যস্ত। এছাড়াও ব্র্যাকের চারটি সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি আছে। মূলত ভূমিহীন মহিলা ও পুরুষদের সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

উদ্দীপকের জনাব ইসতিয়াকের কর্মরত NGO ব্র্যাক গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলার কৌশল অনুসরণ করে। এটি পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রদের দলীয় ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহ করে থাকে। পাশাপাশি বাহ্যিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে ব্র্যাক দরিদ্রদের অর্থ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের বিস্তৃত কার্যপরিধি বিদ্যমান।

প্রশ্ন ৮ খুলনা বিভাগের ফুলবাড়ি গেটে ১০-১৪ বছর বয়সের শ্রমজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য একটি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দুটি স্তরে সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রমের আওতায় দূশ্ব, বস্তিবাসী, দরিদ্র, ভাসমান, পেটের দায়ে কর্মরত শিশুদের এনে কারিগরি

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এতে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ফুলবাড়ি গেটে পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমের মতো আরোও ৬২টি প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কাজ করছে।

/ক্রমিকার বোর্ড-২০১৬ / প্রশ্ন নং ৮/

- ক. বাংলাদেশে অবস্থিত বিশ্বের একমাত্র নোবেল বিজয়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি? ১
খ. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খুলনা ফুলবাড়ি গেটে পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমটি কোন বেসরকারি সংস্থার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শ্রেণির উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমে কীভাবে সমাজকর্ম পন্থতি প্রয়োগ করা যায়? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে অবস্থিত বিশ্বের একমাত্র নোবেল বিজয়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হলো গ্রামীণ ব্যাংক।

খ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা বলতে প্রবীণদের জন্য পরিচালিত চিকিৎসা কার্যক্রমকে বোঝায়।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘ পরিচালিত ঢাকার আগারগায়ে অবস্থিত জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসাকেন্দ্রে সপ্তাহে প্রতিদিন ৫৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব যেকোনো প্রবীণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এখানে রোগীদের আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবীণদের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত খুলনার ফুলবাড়ি গেটে পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমটি বেসরকারি সংস্থা ইউসেপের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

শহর এলাকায় বসবাসরত ১০-১৪ বছরের শ্রমজীবী-শিশু, কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে ইউসেপের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ইউসেপ লক্ষ্যভুক্ত কিশোর-কিশোরীদের ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা প্রদান করে। পরবর্তীতে মেধা অনুযায়ী সংস্থার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। ইউসেপের শিক্ষা কার্যক্রমে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত দুটি শিক্ষা সমাপনী স্তর রয়েছে। সেই সাথে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়। মূলত এ সংস্থাটি ব্যয় সাশ্রয়ী কারিগরি শিক্ষার দ্বারা কর্মজীবী শিশুকে দ্রুততম সময়ে সাধারণ দক্ষতামূলক কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলে। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউসেপে বর্তমানে মোট ৬৩টি ইনস্টিটিউটের আওতাধীন ৪৭ হাজার শিশু শিক্ষা কার্যক্রমে তালিকাভুক্ত।

উদ্দীপকে ফুলবাড়ি গেটে একটি বেসরকারি সংস্থার শিক্ষা কার্যক্রমের ইজিত দেয়া হয়েছে। সংস্থাটির কাজের লক্ষ্য হলো ১০-১৪ বছরের শ্রমজীবী-শিশু কিশোরদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়া, যা ইউসেপেরও অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে তারা ইউসেপের মতো ৬৩টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করে। খুলনার ফুলবাড়ি গেটে পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম ইউসেপের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নে ইউসেপের গৃহীত কার্যক্রমে সমাজকর্ম পন্থতি প্রয়োগ করা সম্ভব।

মূলত শহরের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে ইউসেপ কাজ করে। এক্ষেত্রে সংস্থাটি তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তির পূর্বে শিশুদের পরিবারের খোঁজ খবর নেয় এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষা চাহিদা নিরূপণ করে। সেই সাথে জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা চাহিদার রূপরেখা তৈরিতে

সমাজকর্ম গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ আছে। সাধারণ শিক্ষার পর শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে কারিগরি ক্ষেত্রে স্থানান্তরের জন্য ব্যক্তি সমাজকর্মের মনো-সামাজিক অনুধ্যান প্রয়োগ করা যায়।

এছাড়াও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দল সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারেন। ইউসেপ-এর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সমাজকর্ম প্রশাসনের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, শহরাঞ্চলে বসবাসরত দুস্থ, বস্তিবাসী, দরিদ্র, ভাসমান ও পেটের দায়ে কর্মরত শিশু-কিশোরদের সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে ইউসেপ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজকর্ম পদ্ধতির বহুমুখী প্রয়োগ সম্ভব।

প্রশ্ন ৯ জনাব আবু রায়হানের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ গ্রামে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার এলাকার বিধ্বস্ত ও যুদ্ধাহত পরিবারগুলোকে সাহায্য করার জন্য তিনি একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যুদ্ধের পর তার সংগঠনটি নতুন রূপ লাভ করে। তার সংগঠনের মাধ্যমে এলাকার দুস্থ অসহায় মানুষকে মানবিক সাহায্য দান সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমানে দেশ-বিদেশে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

(আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮/)

- ক. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
- খ. বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে জনাব আবু রায়হানের সংগঠনের সাথে বাংলাদেশের কোন বেসরকারি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? নিরূপণ করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে জনাব আবু রায়হানের সংগঠনের উদ্দেশ্যের চেয়ে উক্ত সংগঠনের উদ্দেশ্য অনেক বিস্তৃত— কথাটির পক্ষে লিখ। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস।

খ বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বলতে যেকোনো ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমকে বোঝায়।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান। এই সমস্যাগুলো কেবল সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই এ সকল সমস্যা সমাধানে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহীত এই কার্যক্রমকেই বেসরকারি সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম বলা হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব আবু রায়হানের সংগঠনের সাথে বাংলাদেশের বেসরকারি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক-এর মিল রয়েছে।

বাংলাদেশে যেসব স্বৈচ্ছাসেবী বা বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে সেগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ হলো ব্র্যাক। ব্র্যাক-এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ। তিনি ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের দুর্দশা দেখে বিচলিত হন এবং জনকল্যাণে কিছু করার তাগিদ অনুভব করেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার শরণার্থীদের দুর্দশা দেখে ত্রাণ কার্যক্রম চালানোর উদ্দেশ্যে 'Save Bangladesh' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যুদ্ধের পর শরণার্থীদের সাহায্যার্থে সংগৃহীত অর্থের উত্তম অংশের মাধ্যমে ১৯৭২ সালে সিলেট জেলার শাল্লা গ্রামে Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee নামে সংস্থা গড়ে তোলেন। ১৯৭৬ ও ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে শুধু ব্র্যাক রাখা হয়। সংস্থাটি বর্তমানে বিদেশেও কার্যক্রম চালাচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নারায়ণগঞ্জের আবু রায়হান ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় এলাকার বিধ্বস্ত ও যুদ্ধাহত পরিবারগুলোকে সাহায্য করার জন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যুদ্ধের পর এটি নতুন রূপ লাভ করে। তার সংগঠনের উদ্দেশ্য এলাকার দুস্থ ও অসহায় মানুষকে সহায়তা করা। বর্তমানে এর কার্যক্রম বিদেশেও পরিচালিত হচ্ছে। এতে বোঝা যায়, রায়হানের সংগঠনটি উপরে বর্ণিত ব্র্যাক এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ জনাব আবু রায়হানের উদ্দেশ্যের চেয়ে উক্ত সংগঠন অর্থাৎ ব্র্যাকের উদ্দেশ্য অনেক বিস্তৃত।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যেসব বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে সেগুলোর মধ্যে ব্র্যাক অন্যতম। ব্র্যাক-এর কাজের ক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তৃত। এটি পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন মহিলা ও পুরুষদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় এটি গ্রামের দরিদ্র ছেলে-মেয়ে ও বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় এ সংস্থা খাবার স্যালাইন সম্প্রসারণ এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ যেমন- যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, এইডস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণেও সংস্থাটি কাজ করছে। সংস্থাটি গ্রামীণ দরিদ্র, ভূমিহীন পুরুষ-মহিলাকে স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনা করছে। পাশাপাশি সংস্থাটি সম্প্রতি দরিদ্র ও অসহায়দের আইনি সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি চালু করেছে। এছাড়া ব্র্যাক হস্তশিল্প বাজারজাতকরণ কর্মসূচি, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রভৃতি কার্যক্রমও পরিচালনা করছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব রায়হান ১৯৭১ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলেন, যা ব্র্যাক এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যুদ্ধের পরে তার সংগঠনটির উদ্দেশ্য দাঁড়ায় শুধু দুস্থ ও অসহায় মানুষদের সহায়তা করা। কিন্তু ব্র্যাক দুঃস্থ-অসহায়দের সহায়তা ছাড়াও উপরে বর্ণিত কার্যক্রমগুলোও পরিচালনা করে যা জনাব রায়হানের সংগঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিফলিত হয়নি।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, জনাব আবু রায়হানের সংগঠনের চেয়ে ব্র্যাক আরও বিস্তৃত উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে।

প্রশ্ন ১০ মি সমীর চৌধুরী একজন সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি 'জননী' নামক একটি সংস্থায় ২০০০ টাকা দিয়ে আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেন। সংস্থাটি ১৯৬০ সালের ১০ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সংস্থায় বিশেষ শ্রেণির মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা, বই পড়া, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনা ও বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে।

- ক. BRAC এর পূর্ণরূপ লেখ? ১
- খ. ইউসেপ বাংলাদেশের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সংস্থাটির নাম উল্লেখপূর্বক এর পটভূমি আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সংস্থার কার্যক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRAC এর পূর্ণরূপ 'Bangladesh Rural Advancement Committee'।

খ ইউসেপ (UCEP) দরিদ্র, বঞ্চিত ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের সাধারণ শিক্ষাদানের পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ এবং সে অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীল মানব সম্পদ (লক্ষ্যভুক্ত) সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউসেপ কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া, ক্ষমতা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি এবং মৌল মানবিক অধিকার পূরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইউসেপ কাজ করে।

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সংস্থাটির নাম 'বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান'।

বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে প্রবীণদের সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হলো 'বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান'। বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ সকল স্তরের প্রবীণ-প্রবীণাদের কল্যাণার্থে ১০ এপ্রিল, ১৯৬০ সালে স্থাপিত হয়। সংস্থাটি ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে নিবন্ধনকৃত একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। সমাজসেবী ডা. এ কে এম আব্দুল ওয়াহেদের ব্যক্তিগত অনুদানে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশি ৫৫ ও তদুর্ধ্ব বহর বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা অন্যান্য সংঘের নিয়ম মেনে চলায় সম্মত ব্যক্তি এ সংঘের সদস্য হতে পারেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব এজিং-এর পূর্ণাঙ্গ সদস্য। প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সাথে এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ রয়েছে। উল্লিখিত সংস্থাগুলো হতে নিয়মিত পত্র-পত্রিকা গ্রহণ এবং তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে, যা উদ্দীপকের নির্দেশনা থেকে জানা যায়। বয়স্ক ব্যক্তিদের সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যক্তি, সম্প্রদায়, নীতিনির্ধারক, পরিকল্পক এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সচেতনতা এবং আগ্রহ তৈরি করার উদ্দেশ্যে সংস্থাটি কাজ করে। এর প্রথম নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান প্রবীণ সোসাইটি', যার প্রথম সভাপতি আবদুল জব্বার। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ঘ. বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রবীণ কল্যাণে বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

প্রবীণদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে অবহিত, সচেতন, উদ্যোগী ও সক্ষম করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করে আসছে। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ একটি হাসপাতালও বটে। এখানে বহির্বিভাগে প্রবীণ রোগীদের পাশাপাশি সাধারণ রোগীদেরও বিভিন্ন বিষয়ে চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘে ৫০ শয্যার চারতলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ছয়তলা বিশিষ্ট একটি বৃন্দ নিবাস ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। সেখানে প্রবীণের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রবীণদের জন্য নিয়মিতভাবে ওপেন হাউস, স্ট্র পুনর্মিলনী, বনভোজন, মিলাদ মাহফিল, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ঢাকা ব্যতীত রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট এ পাঁচটি বিভাগীয় শহরে এবং ৫৪টি শাখার মাধ্যমে সারাদেশে চিকিৎসা সেবা দানসহ নানা কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বাংলাদেশের প্রবীণদের জন্য কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে।

প্রশ্ন ১১ সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করতে জনাব 'ক' এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান চালু করেন। তিনি ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের মাঝে স্বল্প সুদে ঋণদান শুরু করেন। বিনা জামানতে ঋণ গ্রহণ করে তারা এখন স্বাবলম্বী। প্রতিষ্ঠান এবং তার প্রতিষ্ঠাতা আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে।

[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩/

- ক. ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. বেসরকারি সংস্থা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব 'ক' ডঃ মোঃ ইউনুসের আদর্শের অনুসারী— ব্যাখ্যা করে। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম লিখো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

খ. সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ. উদ্দীপকে জনাব 'ক' ড. মুহাম্মদ ইউনুসের আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তি।

বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র, দুস্থ ও ভূমিহীন পরিবারের উন্নয়নে যেসব প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা। গ্রামীণ ব্যাংক পল্লির দরিদ্র ভূমিহীন পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য হলো বিনা জামানতে গরিবের কাছে ব্যাংকের ঋণ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। এর ফলে তারা মহাজনের অত্যাচার ও শোষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে।

ড. মুহাম্মদ ইউনুস প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের উল্লিখিত উদ্দেশ্যের সাথে জনাব 'ক'-এর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকের 'ক' ড. মুহাম্মদ ইউনুসের আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তি।

ঘ. উদ্দীপকের 'ক'-এর প্রতিষ্ঠানের সাথে সামাজিকসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি হলো গ্রামীণ ব্যাংক। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য। যেসব কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক অর্থনৈতিক কার্যবলি সম্পন্ন করে তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো ঋণদান কার্যক্রম।

পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক ভূমিহীনদের ঋণ প্রদান করে। গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ ব্যবহারের জন্য সুষ্ঠু তদারকি, যথাযথ খাতে ঋণ ব্যবহার এবং আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এর মাধ্যমে নতুন চাহিদা পূরণ ও স্বকর্মসংস্থান সম্ভব নয়। তাই আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্যোগ গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে করা হচ্ছে।

হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ প্রকল্প, গরু ছাগল পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে, যা দরিদ্রদেরকে মহাজনের নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পেতে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে সাহায্য করেছে। কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, যৌথ মালিকানার মাধ্যমে সেচযন্ত্র ক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক ৭৮৩টি পুকুরের সমন্বয়ে ৫ হাজার বিঘার 'জল সাগর প্রকল্প' গ্রহণ করেছে, যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া আরো যেসব কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক সামাজিক উন্নয়ন সাধন করে তা হলো: চেতনাগত মান সৃষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, যৌতুক প্রথা নিরাময়।

প্রশ্ন ১২ আঃ মজিদ একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ইংল্যান্ডের নাইট উপাধিতে ভূষিত হন।

[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮/

- ক. UCEP-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. প্রবীণ বলতে কাদেরকে বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করে। ৩
ঘ. গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক UCEP এর পূর্ণরূপ হলো Underprivileged Children's Educational Programme.

খ মানুষের জীবনের শেষ বা তৃতীয় স্তর হলো প্রবীণ বা বার্ধক্য। মানুষ জন্মের পর বয়োবৃদ্ধি পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে থাকে— শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্য। তবে সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। তিনটি স্তরের সর্বশেষ স্তরটি হলো বার্ধক্য বা প্রবীণ। এ স্তরের মানুষের বয়স সাধারণত ষাটোর্ধ্ব হয়ে থাকে।

গ জনাব মজিদ যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তা হলো ব্র্যাক। সেবাগ্রহীতার সংখ্যার মানদণ্ডে বিশ্বের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হলো ব্র্যাক। দারিদ্র্য নিরসন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনে অর্থবহ পরিবর্তন আনয়নে সংস্থাটি কাজ করে। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে স্বল্পপরিসরে ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ব্র্যাকের কার্যক্রমের সূচনা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ও বিশ্বের অপর দশটি দেশে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। যার ফলে এই সংগঠনটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন সংস্থার সুখ্যাতি অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ ২০১০ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে 'নাইট' উপাধি লাভ করেন।

উদ্দীপকের আঃ মজিদ যে NGO তে কাজ করেন, তা ঘূর্ণিঝড় ও যুদ্ধের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। ১৯৭২ সালে যে নাম দিয়ে NGOটি যাত্রা শুরু করে, ১৯৭৬ সালে গিয়ে সেই নাম ও কর্ম পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ইংল্যান্ডের নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। প্রতিষ্ঠানটির এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে ব্র্যাকের মিল পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, মজিদ বেসরকারি সাহায্য সংস্থা ব্র্যাকে চাকরি করেন।

ঘ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ব্র্যাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্র্যাক বাংলাদেশের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ব্র্যাক মোট চারটি সমন্বিত পল্লি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ তৃণমূল মহিলাদের সংগঠিত এবং মাঠকর্মীদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা। ব্র্যাক এক্ষেত্রে দরিদ্র মহিলাদের দলীয় ভিত্তিতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে। যাতে তারা জীবন মানের উন্নয়ন এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ব্র্যাক গ্রামীণ মহিলাদের হাস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, পশুপালন, রেশম চাষ হস্ত ও কুটির শিল্প, সেলাইয়ের কাজ প্রভৃতিসহ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এতে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলারা সহজে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে পারছে। এছাড়াও ব্র্যাক মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে নানাবিধ কর্মসূচি পালন করছে। সেই সাথে সংস্থাটি গণস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা করছে। ব্র্যাকের এসব কর্মসূচির ফলে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে।

উদ্দীপকের আব্দুল মজিদের প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে সৃষ্টি হয়েছে। এটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করছে। এতে বোঝা যায় প্রতিষ্ঠানটি হলো ব্র্যাক, যার প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ ইংল্যান্ডের নাইট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। আর ব্র্যাক গ্রামীণ নারীদের উন্নয়নে উপরে বর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ১৩ সাইলা এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পড়ে যেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিশেষ সিলেবাসে সাধারণ শিক্ষা পরিচালিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শ্রমজীবী শিশু। নবম শ্রেণি থেকে কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হয়। ভাল ফলাফল করলে চাকরির ব্যবস্থা এবং বিদেশে উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০/]

- | | |
|--|---|
| ক. ক্ষুদ্র ঋণ কী? | ১ |
| খ. সামাজিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? | ৩ |
| ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করো। | ৪ |

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষুদ্র ঋণ বলতে গ্রামের দরিদ্র নারী-পুরুষদের জামানতবিহীন স্বল্প পরিমাণ প্রদত্ত ঋণকে বোঝায়।

খ সামাজিক উন্নয়ন হলো সমাজে বিদ্যমান অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় উত্তরণ।

যখন কোনো ব্যক্তি বা সমাজ একটা পর্যায় থেকে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত পর্যায়ে চলে যায়, তখন তাকে সামাজিক উন্নয়ন বলে।

গ উদ্দীপকে ইজিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি হলো ইউসেপ।

ইউসেপ নামের সাথে জড়িয়ে আছে কল্যাণ, সেবা ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবহেলিত ও সুবিধা বঞ্চিত শিশু তথা কিশোর-কিশোরীদের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত। এটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম শহর সমষ্টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। এখান থেকে প্রায় ৬৪ হাজার কর্মজীবী শিশু সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা পাচ্ছে। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত শিশু, কিশোর-কিশোরীদের বেশির ভাগ বস্তিবাসী, গৃহকর্মী, দিনমজুর, শ্রমিক প্রভৃতি। এসব ছেলেমেয়েদেরকে ইউসেপ ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা প্রদান করে। এছাড়া মেধানুসারে কারিগরি শিক্ষা প্রদান করে। মূলত সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই এর মূল লক্ষ্য।

উদ্দীপকের সাইলা এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পড়ে সেখানে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বিশেষ সিলেবাসে সাধারণ শিক্ষা পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শ্রমজীবী শিশু। যারা ভালো ফলাফল করে তাদের চাকরি ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করে। উদ্দীপকের এসব তথ্য ইউসেপের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারি সংস্থা ইউসেপ।

ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউসেপের কার্যক্রম অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইউসেপ প্রতিষ্ঠানটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের ভাগ্য উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শহর এলাকার শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটিতে এ ধরনের ছেলেমেয়েদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের বেশিরভাগ গৃহভৃত্য, ফেরিওয়ালা, খবরের কাগজ বিক্রেতা, হোটেল বয়, রিকশাচালক, কাঁচামাল বিক্রেতা, কারখানার কর্মী, জুতা পালিশকারী ইত্যাদি। ইউসেপ এসব ছেলেমেয়েদের ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা দেয়, তারপর তাদেরকে মেধা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির কারিগরি শিক্ষায়তনে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। পড়াশোনা শেষ করার পর তারা ইউসেপের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ এবং বিদেশে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছে। বর্তমানে ইউসেপের তত্ত্বাবধানে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রংপুর, বরিশাল এবং গাজীপুরসহ মোট ১০টি জেলায় ৫৩টি সমন্বিত সাধারণ এবং ভোকেশনাল স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া পরিচালিত হয়। আলোচনা শেষে বলা যায়, ইউসেপের কার্যক্রম অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত।

প্রশ্ন ১৪ সম্প্রতি পাঠ্যপুস্তকের ধারণাসমূহ আরো আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করতে ১৭টি বইয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন মান্টিমিডিয়া উপকরণ সংযোজন করা হয়েছে। বাংলাদেশে কর্মরত সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি এ কাজ করেছে। গ্রামের ভূমিহীন ও দরিদ্র শ্রেণির ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেও সংস্থাটি বেশকিছু কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। /আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০/

- ক. ইউসেপ কী? ১
খ. গ্রামীণ ব্যাংককে কেন নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে কর্মরত কোন বেসরকারি সংগঠনের ইজিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি উক্ত সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের আংশিক প্রতিচ্ছবি মাত্র— ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউসেপ হলো বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু তথা কিশোর-কিশোরীদের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান।

খ দারিদ্র্য বিমোচনে অসামান্য ভূমিকা রাখায় গ্রামীণ ব্যাংককে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় ঋণ পৌছে দেয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই গ্রামীণ ব্যাংকের দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান ও সাফল্যের জন্য ২০০৬ সালে বেসরকারি সংস্থা গ্রামীণ ব্যাংক ও এর প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারি সংগঠন ব্র্যাকের ইজিত দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন, দুস্থ, অসহায় ও পল্লি এলাকার জনগণের কল্যাণে অসংখ্য বেসরকারি সংস্থা কাজ করতে শুরু করেছে। এরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি হলো ব্র্যাক। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, অসহায় ও দুস্থ লোকদের চাহিদা পূরণ এবং পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা দানের লক্ষ্যে এ সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করেছে। উদ্দীপকে যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ে মান্টিমিডিয়া উপকরণ সংযোজনের কথা বলা হয়েছে। যে সংস্থা এ কাজ করেছে সেটি গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতেও ভূমিকা রাখছে। এ কাজগুলোর সাথে ব্র্যাকের কাজের মিল পাওয়া যায়। বর্তমানে যেসব বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো ব্র্যাক। ব্র্যাকের একটি উদ্দেশ্য হলো অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ। এ জন্য এ সংস্থাটি শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। এ কাজেরই আওতায় ব্র্যাক সম্প্রতি শিক্ষা কার্যক্রমে মান্টিমিডিয়া ও এ্যানিমেশন সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সুতরাং বোঝা যায়, উদ্দীপকটি ব্র্যাক নামক বেসরকারি সংগঠনকে ইজিত করেছে।

ঘ 'উদ্দীপকটি উক্ত সংগঠন অর্থাৎ ব্র্যাক পরিচালিত কার্যক্রমের আংশিক প্রতিচ্ছবি'— মন্তব্যটি সঠিক।

যেসব সংস্থা সরকারি সংস্থার পাশাপাশি সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এদেশে কাজ করেছে ব্র্যাক তার অন্যতম। প্রতিষ্ঠালগ্নে ঋণদান কর্মসূচি দিয়ে শুরু করলেও বর্তমানে এ সংস্থা নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। কিন্তু এসব উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সামগ্রিক চিত্র উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

উদ্দীপকে ব্র্যাকের শিক্ষামূলক কার্যক্রমের প্রতি ইজিত দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এ সংস্থাটি অনেক কাজ পরিচালনা করেছে। সমন্বিত পল্লি উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লি উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য হলো ভূমিহীন মহিলা ও পুরুষদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো। ব্র্যাক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। যেমন: খাবার স্যালাইন তৈরি, ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ানো, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া এবং এইডস নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এছাড়া এ সংস্থাটি গণস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও পালন করেছে। তবে ব্র্যাকের সবচেয়ে বড় কর্মসূচি হলো ঋণদান কর্মসূচি। এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারছে। ব্র্যাকের কর্মসূচির একটি নতুন সংযোজন হলো মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি। এটি দরিদ্র ও অসহায় লোকদের আইনি সহায়তা দিয়ে তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে। নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য ব্র্যাক বাণিজ্যিকভাবে হস্তশিল্প তৈরি ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচিও হাতে নিয়েছে। এগুলো ছাড়াও ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে— কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধি, হাওর উন্নয়ন প্রকল্প, পল্লি উদ্যোগ প্রকল্প, গবেষণা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি। এ আলোচনা থেকে প্রশ্নে উল্লেখিত মন্তব্যটি সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন ১৫ টেবিলটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

কাজ	সেবা
কাগজ কুড়ানো	সাধারণ শিক্ষা
গৃহভূত্যা	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
হোটেল বয়	কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
গ্যারেজ শ্রমিক	মানব সম্পদ গঠন

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৯/]

- ক. গ্রামীণ ব্যাংক-এর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রমের ইজিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শহরের শ্রমজীবী শিশুদেরকে মানবসম্পদে পরিণত করতে উদ্দীপকে ইজিতকৃত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম যুগোপযোগী ও ফলপ্রসূ — বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ ব্যাংক-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

খ বেসরকারি পর্যায়ে দেশের সব ধরনের প্রবীণদের নানা ধরনের সেবা প্রদান করাই হচ্ছে প্রবীণ হিতৈষী সংঘের মূল উদ্দেশ্য।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘ যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে প্রবীণদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান, সক্ষম ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; বার্ষিক্যজনিত আর্থিক, সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক সমস্যা সমাধানের পরামর্শ প্রদান এবং এ বিষয়ে প্রচার ও জ্ঞান বিস্তারে পত্রপত্রিকায় প্রচারণা চালানো; বার্ষিক্যের কারণ, ধরন, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ উদ্দীপকে ইউসেপের সেবা কার্যক্রমের প্রতি ইজিত দেওয়া হয়েছে।

ইউসেপ বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে একটি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে যাত্রা শুরু করে। সংস্থাটির টার্গেট গ্রুপের অন্তর্গত হলো শহর এলাকায় বসবাসরত শ্রমজীবী শিশু, যাদের বয়স ১০-১৪ বছর। এসকল শিশুর অধিকাংশই বিভিন্ন বস্তিতে বসবাস করে। তাদের বেশির ভাগই গৃহভূত্যা, ফেরিওয়ালা, খবরের কাগজ বিক্রেতা, হোটেল বয়, রিক্সাচালক, কাঁচামাল বিক্রেতা, ওয়ার্কশপের হেলপার, জুতা পলিশকারী ইত্যাদি।

ইউসেপের অন্যতম উদ্দেশ্য শহর অঞ্চলে বসবাসরত লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলা। এর পাশাপাশি দরিদ্রদের ক্ষমতা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং মৌল মানবিক অধিকার পূরণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করাও ইউসেপের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঘ শহরের শ্রমজীবী শিশুদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করতে উদ্দীপকে ইজিতকৃত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউসেপের কার্যক্রম অত্যন্ত সময়োপযোগী।

ইউসেপ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত শ্রমজীবী শিশুদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের বেশির ভাগ গৃহভৃত্য, ফেরিওয়ালা, খবরের কাগজ বিক্রেতা, হোটেল বয়, রিকসাচালক, গ্যারেজ শ্রমিক ইত্যাদি। উদ্দীপকের ছকেও এ সম্পর্কেই ইজিত দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে শ্রমজীবী শিশু কিশোরদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত করা প্রভৃতি লক্ষ্যে ইউসেপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ৩টি কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেগুলোতে ওয়েল্ডিং এবং ফেব্রিকেশন, অটোমেকানিক্স, ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তি, প্লাস্টিং এন্ড পাইপ লিফটিং, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং, অফসেট প্রিন্টিং প্রযুক্তি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেলাই মেশিন অপারেশন, গার্মেন্টস ফিনিশিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোলসহ আরও অনেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এছাড়াও ইউসেপ কর্মসংস্থান কর্মসূচি ও প্যারাদ্রেন্টেড প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করছে। এতে আমাদের দেশের শহরের বিপুল সংখ্যক শিক্ষাবঞ্চিত শ্রমজীবী শিশু-কিশোর দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, শহরের শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের মানব সম্পদে পরিণত করতে উদ্দীপকে ইজিতকৃত ইউসেপ যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা যুগোপযোগী ও ফলপ্রসূ।

প্রশ্ন ১৬ মজিদ সাহেবের বয়স ৬৫ বছর। নিজের অসুস্থতার সময় একটি বিশেষ হাসপাতালে চিকিৎসকের কাছে যান। তিনি মনে করেন তারা অনেক আন্তরিক। তাছাড়া সেখানে গিয়ে তিনি নিজের বয়সী অনেককে পেয়ে গল্প করার সুযোগ পান। স্বল্পমূল্যে সেবা পাওয়া যায় বলে তিনি বন্ধুদেরও এখানে আসার পরামর্শ দেন।

[সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৯]

- ক. আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস কবে উদযাপিত হয়? ১
- খ. শিক্ষার পাশাপাশি কাজে অংশগ্রহণ ও সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম কোন প্রতিষ্ঠানের নীতি? ২
- গ. মজিদ সাহেব উদ্দীপকে ইজিতকৃত কোন হাসপাতাল থেকে কোন ধরনের সেবা পেয়ে থাকেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মজিদ সাহেবের মতো মানুষদের জন্য উক্ত হাসপাতাল পরিচালনাকারী সংস্থাটি আরও অনেক ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা রাখছে— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপিত হয়।

খ শিক্ষার পাশাপাশি কাজে অংশগ্রহণ ও সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম হলো ইউসেপ-এর নীতি।

ইউসেপ হলো বাংলাদেশের শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ভাগ্যোন্নয়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। ইউসেপ ১০-১১ বছর বয়সী শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের চার বছর মেয়াদি শিক্ষা কার্যক্রমে তাদের নিজস্ব স্কুলে ভর্তি করে। ছেলেমেয়েদের কাজের কথা চিন্তা করে ইউসেপ এর স্কুলগুলো দৈনিক তিনটি শিফটে পরিচালিত হয়

এবং প্রতি শিফটের সময়কাল ২:২০ ঘণ্টা। এ স্কুলের সেশন ৫/৬ মাসের এবং ৪ বছরে তারা শিশুদের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা শেষ করায়। ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করিয়ে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কাজের সুযোগ দেয়।

গ মজিদ সাহেব উদ্দীপকে ইজিতকৃত হাসপাতাল অর্থাৎ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের হাসপাতাল থেকে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ সেবা পেয়ে থাকেন।

‘বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান’ প্রবীণদের কল্যাণে নিজস্ব একটি হাসপাতাল পরিচালনা করে থাকে। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ পরিচালিত এই চিকিৎসা কেন্দ্রে সপ্তাহে প্রতিদিন ৫৫ বছর বয়স বা অধিক বয়সের যেকোনো ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এখানে ইসিজি, ইকো, কালার ডপলার, চোখ, দাঁত, নাক, কান, গলা, ডার্মাটলজি ও সার্জারি ইউনিটে চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এসব বিভাগে প্রবীণদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবাদান করা হয়। এখানে অসচ্ছল প্রবীণদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়। এছাড়া রোগীদের আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা ফিজিওথেরাপি চিকিৎসারও ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘের হাসপাতালের সাথে উদ্দীপকের হাসপাতালের মিল রয়েছে। মজিদ সাহেব একজন প্রবীণ হিসেবে হাসপাতালে সব ধরনের সেবাই পেয়ে থাকেন। উক্ত হাসপাতাল যেহেতু প্রবীণদের জন্য তাই সেখানে আরও অনেক প্রবীণদের সাথে গল্প করার সুযোগ হয়, যা তাকে প্রাণবন্ত রাখতে সাহায্য করে। তাই বলা যায়, মজিদ সাহেব প্রবীণ হিতৈষী সংঘের হাসপাতাল থেকে স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকেন।

ঘ মজিদ সাহেবের মতো প্রবীণদের জন্য উক্ত হাসপাতাল পরিচালনাকারী সংস্থাটি অর্থাৎ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ আরও অনেক ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান প্রবীণদের নিয়ে কর্মরত একটি সংস্থা। সংস্থাটি বেসরকারি পর্যায়ে প্রবীণদের নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক সেবা প্রদান করে থাকে। এটি প্রবীণদের মানসিক সুস্থতার জন্য বার্ষিক বনভোজন, মিলাদ-মাহফিল, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রের প্রবীণ নিবাসীদের জন্য ইনডোর গেমস ও টেলিভিশনের ব্যবস্থা রয়েছে। সংঘ কর্তৃক প্রবীণদের জন্য একটি ছয় তলা বিশিষ্ট বৃদ্ধ নিবাস নির্মাণ করা হয়েছে। প্রবীণদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে নানা পরামর্শ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংঘটি বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে এ প্রতিষ্ঠানটির একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার রয়েছে। এই পাঠাগারে প্রবীণ সংশ্লিষ্ট পুস্তক, জার্নাল, পত্রিকা, ধর্মীয় বই ও মনীষীদের জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বিখ্যাত লেখকদের রচনাবলিসহ সাময়িকী ও পত্রপত্রিকার সংগ্রহ রয়েছে। প্রতি বছর ১ অক্টোবর প্রবীণ হিতৈষী সংঘ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন করে থাকে। এছাড়া প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রবীণ হাসপাতালে আন্তঃ বিভাগীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা রেখেছে। এছাড়া সংঘটি ‘প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা’ নামে একটি মাসিক জার্নাল নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে। প্রবীণদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে অবহিত, সচেতন, উদ্যোগী ও সক্ষম করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবৎ নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, মজিদ সাহেবের মতো প্রবীণদের জন্য প্রবীণ হিতৈষী সংঘ চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি আরও অনেক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ১৭ শতকরা ৬০ ভাগ মালিকানা সরকারের, আয় ৪০ ভাগ ভূমিহীনদের এমন মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি NGO বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র, অসহায়, বঞ্চিতদের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক বিশ্বও NGO টির এ সাফল্যের স্বীকৃতি দিয়েছে।

[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ৬/]

- ক. ব্যাংকের ভিশন কী? ১
খ. গ্রামীণ ব্যাংক বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে কোন NGO টির ইজিভি দেওয়া হয়েছে? এর ঋণদানের খাতগুলোর বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. কোন কর্মসূচির জন্য উক্ত NGO টি আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছে? বর্ণনা কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকের ভিশন হচ্ছে- এমন একটি পৃথিবী, যেখানে কোনো প্রকার শোষণ ও বৈষম্য থাকবে না এবং প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ থাকবে।

খ গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্র ঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। এটি গ্রামীণ দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। এই ব্যাংক বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা কেবল ব্যাংকের মডেলই নয়, তারা ব্যাংকের মালিক এবং ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থা গ্রামীণ ব্যাংকের ইজিভি দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের শতকরা ৬০ ভাগ মালিকানা সরকারের এবং বাকি ৪০ ভাগ মালিকানা ভূমিহীনদের। ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে এ ব্যাংকটি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেছে, যা উদ্দীপকে বর্ণিত NGO টির অনুরূপ। গ্রামীণ ব্যাংক যেসব আয় সৃষ্টিকারী খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদন: যেমন- বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, ছাতা মেরামত, মিষ্টি তৈরি প্রভৃতি।

কৃষি ও বন: বৃক্ষরোপণ, শাক-সবজির চাষ প্রভৃতি।

পশুপালন ও মৎস্য খাত: গাভী, বলদ, হাঁস-মুরগি, মাছ ধরার নৌকা প্রভৃতি।

সার্ভিসেস: রিকশা, সেলুন, নির্মাণ কাজ, ডেকোরের ইত্যাদি।

ব্যবসা: ধান, চাল, কাঠ, গুড়, দোকান প্রভৃতি।

ফেরি ব্যবসা: বাঁশের ঝুড়ি, কাপড়, সাবান, তৈল ইত্যাদি।

দোকানদারি: মুদি দোকান, চা দোকান ইত্যাদি।

গৃহ নির্মাণ: ১৯৮৭ সালে গ্রামীণ ব্যাংক গৃহনির্মাণ প্রকল্প নামে একটি নতুন কার্যক্রম হাতে নেয়। গ্রামীণ দুস্থ-বিভূহীনদের গৃহ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

শিক্ষা ঋণ: গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে ইজিভিকৃত NGO অর্থাৎ গ্রামীণ ব্যাংক তার ঋণদানকারী কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

ঘ দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান ও সাফল্যের জন্য ২০০৬ সালে বেসরকারি সংস্থা গ্রামীণ ব্যাংক ও এর প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে, যা সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও ঋণ পরিশোধের উচ্চহার, ঋণের

যথাযথ প্রয়োগ এবং বিশেষ করে গ্রামের মহিলাদের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের প্রসার এ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় ঋণ পৌঁছে দেয়। এ প্রকল্পের ঋণ প্রদান কাঠামো ও পরিশোধ পদ্ধতি সামাজিক উন্নয়নের একটি মডেল হিসেবে শুধুমাত্র বাংলাদেশ বা উন্নয়নশীল দেশে নয় বরং উন্নত বিশ্ব যেমন- আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি এবং ফ্রান্সেও বহুল সমাদৃত হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই গ্রামীণ ব্যাংকের এ দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

তাই দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান ও সাফল্যের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক এবং এর প্রতিষ্ঠাতাকে আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১৮ জনাব জামান একটি NGO তে চাকরি করেন। NGO টির নাম ও কর্মপন্থতিতে পরিবর্তন আনা হয়। NGO টি ঘূর্ণিঝড় ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠে। গ্রামের ভূমিহীন অসহায় জনগোষ্ঠী সংস্থাটির টার্গেট। বর্তমানে বিদেশে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। [দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৭/]

- ক. UCEP-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বলতে কী বোঝ? ২
গ. জনাব জামান কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন? বুঝিয়ে লেখো। ৩
ঘ. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত NGO এর ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক UCEP-এর পূর্ণরূপ হলো Underprivileged Children's Educational Programme।

খ প্রবীণদের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে যে সংঘ বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে তাকেই প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বলে।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন- বৃন্দনিবাস, বৃন্দাশ্রম, প্রবীণ নিবাস ইত্যাদি। এ সংঘে প্রবীণদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা, পুনর্বাসন সেবা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি চিত্তবিনোদন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

গ সৃজনশীল ৭ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৯ সাজ্জাদ সাহেব ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি বৃহৎ এনজিওতে চাকরি করেন। যা একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান। যার লক্ষ্য হলো বিভূহীনদের সংগঠিত করে ঋণের মাধ্যমে আয় ও সম্পদ গঠনে সহায়তা করা। [চাঁদপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৮/]

- ক. NGO-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে উক্ত প্রতিষ্ঠান কীভাবে ভূমিকা রাখছে? আলোচনা করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NGO-এর পূর্ণরূপ হলো Non Government Organization।

খ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ হলো যেকোনো সংস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কর্তৃক পরিচালিত সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম।

স্বচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ দেশের দরিদ্র, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে কাজ করে। এ সংস্থাগুলো তাদের সেবা বা কার্যক্রমের বিনিময়ে কোনো প্রকার আর্থিক লাভের প্রত্যাশা করে না। তারা দেশের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী এবং সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে গ্রামীণ ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্র ঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি গ্রামের দরিদ্র ও ভূমিহীনদের সংগঠিত করে ঋণপ্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। এর মূল লক্ষ্য হলো বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করা, যাতে গ্রামের দরিদ্র মানুষ মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং নিজেরাই আয়ের পথ বেছে নিতে পারে।

উদ্দীপকের সাজ্জাদ সাহেব একটি বৃহৎ এনজিওতে চাকরি করেন যেটি ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার প্রতিষ্ঠানটি স্বায়ত্তশাসিত বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য হলো বিভূমিহীনদের সংগঠিত করে ঋণদানের মাধ্যমে আয় ও সম্পদ গঠনে সহায়তা করা। উদ্দীপকের সাজ্জাদ সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম উপরে বর্ণিত গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে গ্রামীণ ব্যাংককে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত সংস্থা তথা গ্রামীণ ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য বিমোচনমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। কৃষিনির্ভর এদেশে অবহেলিত, দরিদ্র ও ভূমিহীন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সংস্থাটি নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। এর প্রভাব সামাজিক উন্নয়নেও পড়ছে। গ্রামের ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে বিনা জামানতে ঋণদান, ঋণের যথাযথ প্রয়োগ, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিকারী কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটানো প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর ফলে দরিদ্র শ্রেণি নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। সেইসাথে সম্পদশালী ও সুদখোর মহাজনদের ওপর নির্ভরশীলতার হারও কমে আসছে।

গ্রামীণ ব্যাংক শিক্ষিত যুব শ্রেণিকে দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। সংস্থাটি বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকারদের কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। ঋণদান প্রক্রিয়ায় দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তুলছে। কার্যত গ্রামীণ ব্যাংক তার কর্মসূচির মাধ্যমে 'দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যাংক' এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। যে কারণে তাদের উদ্ভাবিত ক্ষুদ্রঋণ মডেল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ২০ জুবাইর একটি এনজিওতে চাকরি করেন। তার প্রতিষ্ঠানে দশ থেকে বেশি বয়সের শ্রমজীবী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর তাদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ১০/]

- ক. কত সালে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচি কার্যক্রম শুরু করা হয়? ১
- খ. ক্ষুদ্র ঋণ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের জুবাইর কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

ক ১৯৮৫ সালে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচি কার্যক্রম শুরু হয়।

খ ক্ষুদ্র ঋণ বলতে গ্রামের দরিদ্র নারী ও পুরুষদের জামানতবিহীন স্বল্প পরিমাণে প্রদত্ত ঋণকে বোঝায়।

প্রধানত পল্লি এলাকায় বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যহীনতা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। এ ঋণের পরিমাণ সাধারণত ১,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত দুস্থ মহিলাদের মধ্যে দলগতভাবে ঋণ প্রদানের কর্মসূচি হিসেবে এটি চালু করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম এ কর্মসূচি চালু করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে বলা যায়, জুবাইর সাহায্য সংস্থা ইউসেপ-এ চাকরি করেন।

ইউসেপ প্রতিষ্ঠানটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের ভাগ্য উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বাংলাদেশের শহর এলাকার শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। উদ্দীপকেও এ ধরনের কার্যক্রমের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের বেশিরভাগ গৃহভৃত্য, ফেরিওয়াল, খবরের কাগজ বিক্রেতা, হোটেল বয়, রিক্সাচালক, কাঁচামাল বিক্রেতা, কারখানার কর্মী, জুতা পালিশকারী ইত্যাদি। ইউসেপ এ ধরনের ছেলেমেয়েদের প্রথমত ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা দেয়, তারপর তাদেরকে মেধা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির কারিগরি শিক্ষায়তনে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে পড়াশোনা শেষ করার পর তারা ইউসেপের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পায়। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছে।

উদ্দীপকের জুবাইরের প্রতিষ্ঠানে ১০ বছরের বেশি বয়সের শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে ছেলেমেয়েদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির এ কার্যক্রম ইউসেপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইউসেপ-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

কোনো দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সে দেশের সামাজিক জীবনমানেরও উন্নয়ন ঘটায়। তবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা জরুরি। এক্ষেত্রে ইউসেপ কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে।

ইউসেপের কার্যক্রম মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, তারা শহরাঞ্চলের শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে কাজ করছে। এরা শিক্ষার সুযোগসহ অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হলে তা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে। এ লক্ষ্যে ইউসেপ ওই বঞ্চিত শিশু-কিশোরদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সেইসাথে তাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করছে। ফলে বেশ কিছুসংখ্যক অনগ্রসর শিশু-কিশোর নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সমর্থ হচ্ছে। তাদের শিক্ষার আলো পাওয়া ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে কিছুটা হলেও সাহায্য করছে। এ আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইউসেপের ভূমিকা ও কার্যক্রম নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ২১ প্রবীণদের নানা ধরনের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সেবা প্রদানকল্পে ১৯৬০ সালে একটি সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। দেশ জুড়ে এর সার্বিক কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়।

[নিওয়াব ফয়জুরেহা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৯/]

- ক. 'Social Diagnosis' কার লেখা? ১
 খ. গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে কী বোঝ? ২
 গ. উদ্দীপকে কোন সংস্থাটিকে ইজিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উক্ত সংস্থাটি প্রবীণদের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কতটুকু সফল বা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম? বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Social Diagnosis গ্রন্থটি ম্যারি রিচমন্ড-এর লেখা।

খ গ্রামীণ সমাজসেবা হচ্ছে সমষ্টি-উন্নয়ন পদ্ধতির ওপর ভিত্তিশীল একটি গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচি।

গ্রামীণ সমাজসেবা একটি বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্যবহার করে তাদের চাহিদা পূরণ, সমস্যা সমাধান এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো 'বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান'।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি, প্রবীণদের নানা ধরনের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তী সময়ে দেশজুড়ে সংস্থাটির কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। এ তথ্যগুলো প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সংস্থাটিও ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ জুড়ে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রবীণ বয়সে সবার জন্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং চিন্তামুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় জীবনযাপনের দিকনির্দেশনা দেওয়া। এছাড়াও বার্ধক্যের কারণ, ধরন, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করা; প্রবীণদের অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পাক্ষিক, পোস্টার, বই, জার্নাল ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা। প্রবীণদের জন্য নিরাপত্তা, খাদ্য, বস্ত্র, চিত্তবিনোদন, পুনর্বাসন, আয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। এছাড়া সে সব প্রবীণ যারা শারীরিকভাবে সক্ষম তাদের জন্য সুবিধাজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও প্রবীণ হিতৈষী সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া, প্রবীণদের সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাকারী এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থাকে সচেতন করে তোলাও প্রবীণ হিতৈষী সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত সংস্থা তথা প্রবীণ হিতৈষী সংঘ পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশে নবীনদের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সক্ষম বলে আমি মনে করি।

প্রবীণদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে অবহিত, সচেতন, উদ্যোগী ও সক্ষম করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করে আসছে। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ একটি হাসপাতালও বটে। এখানে বহির্বিভাগে প্রবীণ রোগীদের পাশাপাশি সাধারণ রোগীদেরও বিভিন্ন বিষয়ে চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘে ৫০ শয্যার চারতলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক চিকিৎসা সুবিধা কেন্দ্র রয়েছে। এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে তাদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ছয়তলা বিশিষ্ট একটি বৃন্দ নিবাস ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। সেখানে ৫০-জন (কম-বেশি হতে পারে) প্রবীণের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রবীণদের জন্য নিয়মিতভাবে ওপেন হাউস, স্টুড পুনর্মিলনি, বনভোজন, মিলাদ মাহফিল, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ঢাকা ব্যতীত রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট এ পাঁচটি বিভাগীয় শহরে এবং ৫৪টি শাখার মাধ্যমে

সারাদেশে চিকিৎসা সেবা দানসহ উপার্জনধর্মী নানা কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বাংলাদেশের প্রবীণদের জন্য কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে।

প্রশ্ন ২২ জনাব আব্দুর রহিমের দুই ছেলে। পড়াশোনা শেষ করে দুই ছেলেই বিদেশ পাড়ি জমিয়েছেন। এদিকে জনাব আব্দুর রহিম সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর নিজ দেশেই থাকবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বৃন্দ বয়সে রহিম দম্পতির সেবায় ও দেখাশোনার কেউ না থাকায় তারা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৮/]

- ক. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
 খ. ব্যাংকের নিরাপদ সড়ক কর্মসূচি সম্পর্কে লিখ। ২
 গ. উদ্দীপকে ইজিত করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ কী তা আলোচনা করো। ৩
 ঘ. প্রবীণদের সমস্যা সমাধানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব বৃন্দ পাচ্ছে বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস।

খ জনগণের মধ্যে সড়কপথ ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে ২০০১ সালে ব্যাক সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করে।

এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাস্তার পাশে বসবাসকারী জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, জনগোষ্ঠীভিত্তিক সড়ক নিরাপত্তা গ্রুপ গঠন ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্থানীয়ভাবে সড়ক নিরাপত্তার জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি, শিক্ষার্থীদের সড়ক নিরাপত্তাবিষয়ক শিক্ষাদান, বাড়ি বাড়ি গিয়ে উঠান বৈঠক, বাণিজ্যিক যানবাহনের চালকদের জন্য সড়ক নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষামূলক গাড়ি চালনা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহনের চালকদের সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করা।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো 'বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান'।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রবীণ বয়সের সবার জন্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং চিন্তামুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় জীবনযাপনের দিকনির্দেশনা দেওয়া। এছাড়াও বার্ধক্যের কারণ, ধরন, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান; প্রবীণদের অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পাক্ষিক, পোস্টার, বই, জার্নাল ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা। প্রবীণদের জন্য নিরাপত্তা, খাদ্য, বস্ত্র, চিত্তবিনোদন, পুনর্বাসন, আয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। এছাড়া যে সব প্রবীণ শারীরিকভাবে সক্ষম তাদের জন্য সুবিধাজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও প্রবীণ হিতৈষী সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া প্রবীণদের সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাকারী এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থাকে সচেতন করে তোলাও প্রবীণ হিতৈষী সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঘ বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রবীণ কল্যাণে বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

প্রবীণদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে অবহিত, সচেতন, উদ্যোগী ও সক্ষম করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করে আসছে। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ একটি হাসপাতালও বটে। এখানে বহির্বিভাগে প্রবীণ রোগীদের পাশাপাশি সাধারণ রোগীদেরও বিভিন্ন বিষয়ে চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘে ৫০ শয্যার চারতলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক চিকিৎসা সুবিধা কেন্দ্র রয়েছে। এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ছয়তলা বিশিষ্ট একটি বৃন্দ নিবাস ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। সেখানে প্রবীণের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রবীণদের জন্য নিয়মিতভাবে ওপেন হাউস, ঈদ পুনর্মিলনি, বনভোজন, মিলাদ-মাহফিল, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ঢাকা ব্যতীত রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট এ পাঁচটি বিভাগীয় শহরে এবং ৫৪টি শাখার মাধ্যমে সারাদেশে চিকিৎসা সেবা দানসহ নানা কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বাংলাদেশের প্রবীণদের জন্য কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে।

প্রশ্ন ২৩ আবুল হোসেন একটি সরকারি জরিপে অংশগ্রহণ করে তার উপজেলায় বৃন্দ লোকদের করুণ চিত্র লক্ষ করেন। তাই তিনি বৃন্দ লোকদের বিভিন্ন ধরনের সাহায্যের জন্য নিজ এলাকায় একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান চালু করেন। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার সকল সুবিধা বঞ্চিত বৃন্দকে স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন সেবা ও চিকিৎসাবিনোদনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১১/]*

- ক. UCEP এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. বেসরকারী সমাজ কার্যক্রম বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে আবুল হোসেন এর প্রতিষ্ঠানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সংস্থার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. প্রবীণ হিতৈষী সংস্থাটি প্রবীণদের লক্ষ্যে কতটুকু ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক UCEP এর পূর্ণরূপ হলো Underprivileged Children's Educational Programme.

খ বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বলতে ঐ সকল সমাজসেবাকে বোঝায় যেগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণের স্বাধীন ইচ্ছা ও নিজস্ব প্রচেষ্টায় সংগঠিত এবং পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, ডায়াবেটিক সমিতি, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, ইউসেপ উল্লেখযোগ্য।

গ উদ্দীপকের আবুল হোসেন এর প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত প্রবীণদের কল্যাণের জন্য প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংস্থাটি প্রবীণদের কল্যাণে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এটি প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম ও আবাসনের জন্য নিবাস স্থাপন করেছে। আবার চিকিৎসাবিনোদনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে ওপেন হাউস, ঈদ পুনর্মিলনী, বনভোজন, মিলাদ মাহফিল, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস পালন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আবুল হোসেন বৃন্দ লোকদের বিভিন্ন ধরনের সাহায্যের জন্য নিজ এলাকায় একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলেন যার মাধ্যমে বর্তমানে এলাকার সুবিধাবঞ্চিত বৃন্দদের স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন সেবা ও চিকিৎসাবিনোদনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আবুল হোসেনের প্রতিষ্ঠানটির এসব কার্যক্রম উপরে বর্ণিত প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রবীণ কল্যাণে বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

প্রবীণদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে অবহিত, সচেতন, উদ্যোগী ও সক্ষম করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করে আসছে। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ একটি হাসপাতালও বটে।

এখানে বহির্বিভাগে প্রবীণ রোগীদের পাশাপাশি সাধারণ রোগীদেরও বিভিন্ন বিষয়ে চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘে ৫০ শয্যার চারতলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক চিকিৎসা সুবিধা কেন্দ্র রয়েছে। এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে তাদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ছয়তলা বিশিষ্ট একটি বৃন্দ নিবাস ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। সেখানে ৫০ জন (কম-বেশি হতে পারে) প্রবীণের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রবীণদের জন্য নিয়মিতভাবে ওপেন হাউস, ঈদ পুনর্মিলনি, বনভোজন, মিলাদ মাহফিল, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ঢাকা ব্যতীত রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট এ পাঁচটি বিভাগীয় শহরে এবং ৫৪টি শাখার মাধ্যমে সারাদেশে চিকিৎসা সেবা দানসহ উপার্জনধর্মী নানা কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বাংলাদেশের প্রবীণদের জন্য কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে।

প্রশ্ন ২৪ জাহিদ একটি NGO তে চাকরি করেন। তার প্রতিষ্ঠানে দশ থেকে বেশি বয়সের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ঐসব ছেলে-মেয়ে কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তারপর তাদের সমাজে পুনর্বাসিত করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা সমাজে পুনর্বাসিত হয়ে দেশকে এগিয়ে নেয়। *[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা | প্রশ্ন নং ৭/]*

- ক. ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১
- খ. গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কাজ কী? ২
- গ. উদ্দীপকের জাহিদ কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতার নাম স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

খ গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কাজ হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্র ঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। এটি গ্রামাঞ্চলের অতি দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। ঋণ দেওয়ার সময় তারা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো জামানত নেয় না; তবে ঋণের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তদারকি করে থাকে। এভাবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নই ব্যাংকটির ঘোষিত মূল লক্ষ্য।

গ সৃজনশীল ২০ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২০ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ২৫ আকমল সাহেব বাংলাদেশের নামকরা এনজিওতে চাকরি করেন। এ সংস্থাটি একটি স্বায়ত্তশাসিত অর্থলগ্নিকরী প্রতিষ্ঠান যার লক্ষ্য হলো বিত্তহীনদের সংগঠিত করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আয়, পুঁজি, সম্পদ গঠনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ করা। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮/]*

- ক. BRAC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির অবদান আলোচনা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRAC-এর পূর্ণরূপ Bangladesh Rural Advancement Committee।

খ যে সকল প্রতিষ্ঠান অলাভজনক উদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে সেগুলোকে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের দরিদ্র, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে কাজ করে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সেবা বা কার্যক্রমের বিনিময়ে কোনো প্রকার আর্থিক লাভের প্রত্যাশা করে না। তারা দেশের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী এবং সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অন্যতম স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গ্রামীণ ব্যাংকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্রঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়নে এই ব্যাংক কাজ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমগুলো একটি শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ১ জন ম্যানেজার ও ৩ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা কর্মী নিয়ে একটি শাখা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কাজ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। এছাড়াও এ ব্যাংক আরও কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে। এভাবে গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলে।

উদ্দীপকের আকমল সাহেব বাংলাদেশের একটি নামকরা এনজিওতে চাকরি করেন। এ সংস্থাটি একটি স্বায়ত্তশাসিত অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং এর লক্ষ্য হলো বিত্তহীনদের সংগঠিত করে তাদের আয়, পুঁজি, সম্পদ গঠনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ করা। এ সকল বৈশিষ্ট্য গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে গ্রামীণ ব্যাংকের কথাই বোঝানো হয়েছে।

ঘ গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য বিমোচনমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। কৃষিনির্ভর এদেশে অবহেলিত, দরিদ্র ও ভূমিহীন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সংস্থাটি নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। এর প্রভাব সামাজিক উন্নয়নেও পড়ছে। এছাড়া ঋণ পরিশোধের উচ্চহার, ঋণের যথাযথ প্রয়োগ, দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিকারী কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটানো এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। এর ফলে ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা দরিদ্র শ্রেণি নিজেদের সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। সেইসাথে সম্পদশালী ও সুদখোর মহাজনদের ওপর নির্ভরশীলতার হারও কমে আসছে। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক শিক্ষিত যুব শ্রেণিকে দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মচারীরূপে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের কাজের ব্যবস্থা যেমন হচ্ছে তেমনিভাবে ঋণদান প্রক্রিয়ায় দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব হচ্ছে। মূলত গ্রামীণ ব্যাংক তার কর্মসূচির মাধ্যমে 'দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যাংক' এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যে কারণে তাদের উদ্ভাবিত ক্ষুদ্রঋণ মডেল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক হারে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ২৬ মনি ও মুক্তা ২ বোন। তাদের বয়স যথাক্রমে ৮ ও ১২ বছর। দু'জনই কমলাপুর স্টেশনে পানি বিক্রি করে। রাতে তারা একটি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেও বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ শিখে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে তাদের বড় চাকুরি লাভ সম্ভব বলে প্রতিষ্ঠানে তারা শুনছে। তাদের মতো শিশুদের উন্নয়নে এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনাতেও তাদের শাখা রয়েছে। একজন বিদেশি ব্যক্তির উদ্যোগে ১৯৭২ সালে একটি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি তার যাত্রা শুরু করে।

[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪/]

- ক. BRAC-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
- খ. গ্রামীণ ব্যাংকের লক্ষ্য লেখ। ২
- গ. মনি ও মুক্তাদের মতো ছিন্নমূল শিশুদের ভাগ্য উন্নয়নে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে? এর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের কাজকে আরো উন্নত করতে সমাজকর্মের পদ্ধতির প্রয়োগ দেখাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRAC-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Rural Advancement Committee.

খ গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য হলো সাংগঠনিক কাঠামো তৈরির মাধ্যমে ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে জামানতবিহীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।

গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলো গ্রামীণ ব্যাংক। এক্ষেত্রে সংস্থাটি ভূ-স্বামী ও মহাজনদের শোষণমুক্ত হয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মস্থানের ওপর জোর দেয়। এতে করে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। মূলত এ লক্ষ্যই সংস্থাটি জামানতবিহীন ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গ মনি ও মুক্তাদের মতো শিশু-কিশোরদের ভাগ্য উন্নয়নে ইউসেপ বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে।

ইউসেপ বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে একটি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে যাত্রা শুরু করে। সংস্থাটির টার্গেট গ্রুপের অন্তর্গত হলো শহর এলাকায় বসবাসরত শ্রমজীবী শিশু, যাদের বয়স ১০-১৪ বছর। এসকল শিশুর অধিকাংশই বিভিন্ন বস্তিতে বসবাস করে। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত শিশুদের বেশিরভাগই গৃহভৃত্য, ফেরিওয়াল, খবরের কাগজ বিক্রেতা, হোটেল বয়, রিক্সাচালক, কাঁচামাল বিক্রেতা, ওয়ার্কশপের হেলপার, জুতা পলিশকারী ইত্যাদি।

যে সমস্ত শ্রমজীবী ছেলেমেয়ের বয়স ১১ বছরের বেশি তাদের চার বছর মেয়াদি সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি করা হয়। সাধারণ শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের জীবন উপযোগী করার জন্য বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত পাঠ্যসূচিকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা নিজস্ব স্কুল ভবনে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

ঘ স্বজনশীল ৮ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ২৭ সোহেল বিশ্বদ্যালয় পড়ুয়া একজন ছাত্র। একদিন রিক্সায় আসার পথে রিক্সাচালকের সাথে তার কথা হয়। রিক্সাচালক জানায় যে, অভাব, দরিদ্রতার কারণে সে তার দুই ছেলেকে গাড়ির গ্যারেজে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। সোহেল রিক্সাচালককে একটি সংস্থার কথা জানান, যেটি শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

[স্বাভার সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১০/]

- ক. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্য লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে সোহেল কোন সংস্থার ইজিত দিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশে উক্ত সংস্থাটি কী ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে? আলোচনা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস।
খ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রবীণদের জন্য সীমিত পরিসরে সর্বাঙ্গিক কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে।
প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে প্রধান হলো বয়স্ক ব্যক্তিদের সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যক্তি, সম্প্রদায়, নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাকারী এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সচেতনতা ও আগ্রহ তৈরি করা, শহর ও গ্রামাঞ্চলে অভাবগ্রস্ত এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান তৈরি করা ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বয়স্কদের সমস্যা ও সেবা নিয়ে আগ্রহী এরকম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমে সহযোগিতা করা।

গ উদ্দীপকে সোহেল UCEP নামক সংস্থার ইজিত দিয়েছে।
UCEP নামের সাথে জড়িয়ে রয়েছে সেবা ও কল্যাণ বঞ্চিত শিশুদের ভাগ্যোন্নয়নের এক নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। UCEP একটি কল্যাণকামী মানবধর্মী প্রতিষ্ঠান। UCEP-এর উদ্দেশ্য হলো সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মানবসম্পদ ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, নগর দরিদ্রদের ক্ষমতা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি।

উদ্দীপকের রিক্সাচালক দরিদ্র বিধায় তার দুই ছেলেকে গ্যারেজে কাজে লাগিয়েছে। এক্ষেত্রে সোহেল তাকে UCEP এর কথা বলে যার মাধ্যমে তিনি তার দুই ছেলেকে কারিগরি শিক্ষার গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে।

ঘ UCEP বাংলাদেশে অসহায় ও দুস্থ শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

UCEP বাংলাদেশের কার্যক্রমের মধ্যে প্রথমটি হলো সেসব শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের বয়স ১০-১১ বছরের বেশি তাদের চার বছর শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কারিগর হিসেবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। UCEP বাংলাদেশ মনে করে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করার পরও শিক্ষার্থীরা দরিদ্র অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে নাও পারে। এ জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শেষে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এছাড়া শিশুশ্রম, শিশুস্বাস্থ্য, শিশুনির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে শিশুদের সোচ্চার করা UCEP বাংলাদেশের অন্যতম কাজ বলে বিবেচিত। উদ্দীপকে রিক্সাচালকের সুবিধাবঞ্চিত নিরক্ষর সন্তানদের সুবিধা ও অক্ষরজ্ঞান প্রদানে UCEP বাংলাদেশ কাজ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, অনগ্রসর ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিশুদের শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করার ক্ষেত্রে UCEP এর কার্যক্রম বাংলাদেশে প্রশংসনীয়।

প্রশ্ন ২৮ সাকিব কলেজ থেকে চট্টগ্রাম এলাকায় শিক্ষা সফরে যায়। সেখানে তারা ঐতিহাসিক জোবরা গ্রাম ঘুরে দেখে। তার শিক্ষক বলেন, “এ গ্রামে বাংলাদেশের একটি বিশেষ ব্যাংকের জন্ম হয়। বর্তমানে এটি সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছে। গ্রামের দরিদ্রদের বিনা জামানতে ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিয়ে আয় সৃষ্টি করা এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য।”

(দনিয়া কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২/)

- ক. বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয় কত সালে? ১
খ. কিশোর আদালত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে সাকিবের শিক্ষক বাংলাদেশের কোন ব্যাংকের জন্ম ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন? তার পরিচয় নিরূপণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সাকিবের শিক্ষকের বক্তব্য অনুসারে উক্ত ব্যাংকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয় ১৯৫৩ সালে।
খ যে আদালতে আঠারো বছরের কম বয়সী কিশোরদের মামলার কাজ করা হয় সেটাই কিশোর আদালত।
কিশোর আদালতের উদ্দেশ্য কিশোর অপরাধের কারণ উদ্ঘাটন এবং কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কিশোর অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধনের ব্যবস্থা করা।
গ উদ্দীপকে সাকিবের শিক্ষক বাংলাদেশের জোবরা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম ইতিহাস তুলে ধরেছেন।
গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্র ঋণ লগ্নিকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ, দরিদ্র ও ভূমিহীনদের বিনা জামানতে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ড. মুহাম্মদ ইউনুস ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রামীণ ব্যাংক নামে একটি প্রকল্প চালু করেন। যা পরবর্তীতে একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংকে রূপ লাভ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবনমান উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। যা বর্তমানে সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছে।
উদ্দীপকে সাকিবের শিক্ষক ঐতিহাসিক জোবরা গ্রামে ঘুরে যে ব্যাংকের খ্যাতি ও বিনা জামানতে ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিয়ে আয় সৃষ্টির কথা বলেছেন সেটা বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচয় বহন করে। কারণ গ্রামীণ ব্যাংকও বিনা জামানতে মানুষের কাছে ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। তাই বলা যায়, সাকিবের শিক্ষক গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের সাকিবের শিক্ষকের বক্তব্যের সাথে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের মিল পাওয়া যায়। গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণির উন্নয়নে ব্যাংকটি বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

গ্রামীণ দরিদ্রদের বিনা জামানতে ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিয়ে আয় সৃষ্টিতে গ্রামীণ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কার্যক্রম গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কাজ হলেও বর্তমানে ব্যাংকটি আরও কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমকে দুটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়, যথা: অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও সামাজিক কার্যক্রম।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা গ্রামীণ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য। যেসব কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পন্ন করে তা হলো ঋণদান, ঋণ ব্যবহার ও আদায়, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারী নির্যাতন রোধ করা। উদ্দীপকে উল্লিখিত সাকিবের শিক্ষক গ্রামীণ ব্যাংকের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কথা বলেছেন, যা বিনা জামানতে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রদের মাঝে ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিয়ে আয় সৃষ্টি করতে পারে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ, কার্যক্রমের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

প্রশ্ন ২৯ জনাব মুক্তার হোসেনের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার এলাকার বিধ্বস্ত ও যুদ্ধাহত পরিবারগুলোকে সাহায্য করার জন্য তিনি একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যুদ্ধের পর তার সংগঠনটি নতুন রূপ লাভ করে। বর্তমানে তার সংগঠনের মাধ্যমে এলাকায় দুস্থ ও অসহায় মানুষকে মানবিক সাহায্যদান এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

[নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮/]

- ক. UCEP এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. ইউসেপ বাংলাদেশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে জনাব মুক্তার হোসেনের সংগঠনের সাথে বাংলাদেশের কোন বেসরকারি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? নিরূপণ কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে জনাব মুক্তার হোসেনের সংগঠনের উদ্দেশ্যের চেয়ে উক্ত সংগঠনের উদ্দেশ্য অনেক বিস্তৃত কথাটির পক্ষে লিখ। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক UCEP এর পূর্ণরূপ হলো Underprivileged Children's Educational Programme।

খ সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে অনগ্রসর সুবিধা বঞ্চিত কর্মজীবী শিশুদের একটি অংশকে উৎপাদনশীল মানবসম্পদে রূপান্তর করাই হলো ইউসেপ বাংলাদেশ এর উদ্দেশ্য।

ইউসেপ বাংলাদেশের উদ্দেশ্য হলো:

- i. শহরাঞ্চলে বসবাসরত (লক্ষ্যভুক্ত) জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
- ii. শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া।
- iii. নগর দরিদ্রদের ক্ষমতা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করা।
- iv. মৌলিক মানবিক অধিকার পূরণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করে।

গ সৃজনশীল ৯ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৩০ কোনোমতে নিম্ন মাধ্যমিক পাস করে ঘরে বাবা মায়ের বোঝা হয়েই দিন কাটাচ্ছিল স্বপ্না। হঠাৎ সমাজকর্মী সাথী স্বপ্নার জন্য একটি সুখবর নিয়ে এল। স্বপ্নার মা যে প্রতিষ্ঠানে এ কুটির শিল্পের কাজ করেছেন, তা বিক্রয়ে ঢাকায় কিছু মেয়েদের নিয়োগ দেওয়া হবে। সাথীর পরামর্শ মতো আরও দুচারজন এ সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে ঢাকায় আড়ং বিপণন কেন্দ্রে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে পা রাখল।

[গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯/]

- ক. NGO এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. ইউসেপের সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে ব্র্যাকের কোন কার্যক্রমের ইজিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. শুধু স্বপ্নার ক্ষেত্রে নয় ব্র্যাক এর সার্বিক কর্মসূচিতে বস্তুতপক্ষে সমাজকর্ম পদ্ধতিই অনুশীলন করা হচ্ছে। তুমি কি মন্তব্যটিকে সমর্থন কর? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NGO এর পূর্ণরূপ হলো-Non Government Organization.

খ ইউসেপ সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় যে সমস্ত শ্রমজীবী ছেলেমেয়ের বয়স ১১ বছরের বেশি তাদের চার বছর মেয়াদি সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি করা হয়।

সাধারণ শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের জীবন উপযোগী করার জন্য বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত পাঠ্যসূচিকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা নিজস্ব স্কুল ভবনে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকের ব্র্যাকের বাণিজ্যভিত্তিক হস্তশিল্প ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রমের ইজিত করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্নে ব্র্যাকের কার্যক্রম শুরু হয় ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে। বর্তমানে ব্র্যাক অনেক ব্যাপক, বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হস্তশিল্প উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম। কুটির শিল্প উন্নয়ন, হস্তশিল্পের বিকাশ ও উৎপাদিত কুটির পণ্যের যথাযথ বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ব্র্যাকের আওতায় এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ঢাকায় একটি রপ্তানি কেন্দ্র ও বিভিন্ন অঞ্চলে ৫টি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। বিক্রির কেন্দ্রগুলোকে আড়ং নামে অভিহিত করা হয়। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বড় বড় শহর এমনকি লন্ডনেও এর শাখা রয়েছে। এছাড়া ব্র্যাক ছাপাখানা, হিমাগার, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, লবণ, কারখানা, বীজ ও নার্সারি, দুস্থ খামারের মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে।

উদ্দীপকের স্বপ্না দরিদ্র পরিবারের সন্তান। বাবা-মায়ের বোঝা হয়ে দিন কাটাচ্ছে। হঠাৎ সুখের খবর নিয়ে এলো একটি প্রতিষ্ঠান। তার মা যে প্রতিষ্ঠানের জন্য কুটির শিল্পে কাজ করেছেন, তা বিক্রয়ে ঢাকায় কিছু মেয়েদের নিয়োগ দেওয়া হবে। সুযোগটি কাজে লাগিয়ে স্বপ্না ঢাকায় আড়ং বিপণন কেন্দ্রে ভাগ্য উন্নয়নে পা রাখল। উদ্দীপকের এ সব কার্যক্রম সর্ববৃহৎ বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক এর বাণিজ্যিক হস্তশিল্প ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ব্র্যাকের কার্যক্রমের ইজিত দেওয়া হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, শুধু স্বপ্নার ক্ষেত্রে নয় ব্র্যাকের সার্বিক কর্মসূচিতে সমাজকর্মের পদ্ধতি অনুশীলন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের দুস্থ, অসহায় মানুষের সুষ্ঠু ক্ষমতার বিকাশ এবং তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে এর কর্মপরিধি ঋণ প্রদান ও আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সংস্থাটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ঋণদান, আইনি সহায়তা সর্বোপরি পল্লি উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেহেতু এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠান সেহেতু সমাজকর্মের দর্শন, মূল্যবোধ ও পদ্ধতি এখানে ব্যবহৃত হয়।

ব্র্যাকের ঋণদান কর্মসূচি দলীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এখানে দল সমাজকর্মের প্রক্রিয়া ও কৌশল প্রয়োগ দেখা যায়। এছাড়া এর আওতায় গ্রামীণ নিরক্ষর, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সমষ্টি পদ্ধতি ব্যবহৃত করা হয়। ব্র্যাকের অন্যতম সফল কর্মসূচি হলো স্যালাইন তৈরি। পাশাপাশি আইনগত সহায়তা প্রদানেও ব্র্যাকের কর্মসূচি পরিচালিত হয়। সর্বোপরি সমষ্টি জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ব্র্যাকের কার্যক্রম আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। কেননা সমাজকর্ম যেমন টার্গেট গ্রুপ নিয়ে কাজ করে থাকে তেমনিভাবে ব্র্যাকও সমাজের দরিদ্র, ভূমিহীন ও দুস্থদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। আর এসকল কর্মসূচিতে সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ব্র্যাকের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতির অনুশীলন লক্ষ করা যায়।